যুগান্তর

তারিখ 30 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

মাধ্যমিক স্তরে ছাত্ররাও এখন উপবৃত্তি পাবে

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক স্তরে এখন ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেয়া হবে। সারাদেশে সাড়ে ৪ লাখ ছাত্রকে এই সুবিধা দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। তবে প্রাথমিকভাবে ৫৩টি উপজেলায় সীমিত আকারে অর্ধ লক্ষাধিক ছাত্রকে উপবৃত্তির অধীনে আনা হবে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা এসইএসডিপি পরিচালক আফজালুর রহমান জানান, প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র অতি দরিদ্র ছাত্রদের নির্বাচন করে উপবৃত্তি দেয়া হবে। আগামী মাসে উপবৃত্তির প্রথম কিস্তির অর্থ বণ্টন করা হবে। বাকি ছাত্রদেরও এই প্রকল্পের অধীনে আনার জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সচিব মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপবৃত্তি প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্রদের উপবৃত্তি ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী উপবৃত্তি নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী জুনে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

১৯৯৪ সাল থেকে ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে কেবলমাত্র ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এরফলে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে, কমেছে ড্রপআউটের হার। তবে ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সুবিধা না থাকায় বিভিন্ন কারণে ড্রপআউট বাড়ার পাশাপাশি স্কুলে ভর্তির সংখ্যাও কমছিল। এ অবস্থায় সরকার ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ছাত্রদের উপবৃত্তি দেয়া শুরু হলে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ ছাত্র এই সুবিধা পাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সাড়ে ৪ লাখ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেয়ার জন্য বছরে অতিরিক্ত ৪৪ কোটি টাকা লাগবে। প্রাথমিকভাবে চালু করা প্রকল্পের জন্য বছরে লাগবে ৫ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সরকার বর্তমানে ছাত্রী উপবৃত্তির জন্য বছরে ১৮০ কোটি টাকারও বেশি খরচ করছে। প্রায় ১৯ লাখ ছাত্রী পাচ্ছে উপবৃত্তি।

ব্যানবেইসের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৫ সাল পর্যন্ত চারটি প্রকল্পে উপবৃত্তি বাবদ বছরে ১৫৭ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। সারাদেশে ২২

ছাত্র : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ছাত্র : উপবৃত্তি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

লাখ ৭০ হাজার ৩৪৩ জন ছাত্রী উপবৃত্তি পায়। এর মধ্যে ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্টের (এফএসএসএপি-২) মাধ্যমে ১১৯ উপজেলায় ৭ লাখ, ২৩ হাজার ৬৬৫ জন, ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্টের (এফএসএসপি) মাধ্যমে ২৮৯টি উপজেলায় মাদ্রাসার ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৯০ জন, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের বা সেসিপ মাধ্যমে (গত জুলাই থেকে নতুন নাম হয়েছে এসইএসডিপি) ৫৩টি উপজেলায় ২ লাখ ১৪ হাজার ৪১৩ জন এবং ফিমেল সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্টের (এফইএসপি) মাধ্যমে ১৯টি উপজেলায় ৬১ হাজার ৬৭৫ জন উপবৃত্তি পেয়ে আসছে। এর মধ্যে প্রথমটি বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার, দ্বিতীয়টি সরকার, তৃতীয়টি এডিবি ও সরকার এবং শেষেরটি নোরাডের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।